International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 47520)
Volume-III, Issue-V, June 2017, Page No. 38-44
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বর্তমান সময়ের আলোকে শিশুশিক্ষা ও শিক্ষার অধিকার আইনের প্রাসঙ্গিকতা

সুপ্রিয়া কর্মকার
সহকারী অধ্যাপিকা, ইন্দিরা গান্ধী টিচার্স ট্রেনিং ইনসস্টিটিউট, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The constitution of our country is considered as the best democratic constitution. But in earlier, this constitution did not grant education as fundamental right. It had been told only that all the responsibilities of education of a fourteen years old child was the duty. In 1993 The Supreme court ordered : without paying education is compulsory for all and as a fundamental right. A bill was prepared for education in 1997 it was 83rd constitution correction. But The Supreme court accepted this bill on December, 2002. So the bill was 86th correction when it was being granted . That means 6 years passed all ready to prepare the draft of this bill. Finally Right to Education Act has been actived from 1st April 2010. This is great news . This act was very necessary and important in our country. It can protect the right of children ans save the childhood of those children who are engaged as workers in different shop,hotel factory etc. Everybody should be aware about the child rights. It was our moral duty to give peaceful, healthy educational environment to every child. State Government and central Government also play a major role in the proction of child rights. Teacher should have active role in the protection of child rights and child education. We know if an engineer mistakes a larger bulding breaks down, if a doctor mistakes it snatches away the lives of patients but if a teacher mistakes the whole socity will be destroyed. The Kothari commission says that destiny of India is being shaped in her class room.

Key words: indian constitution, fundamental right of education, NCPCR, SCPCR, role of teacher commission.

ভূমিকা: আমাদের দেশের সংবিধানকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট সংবিধান বলে মনে করা হলেও আশ্চর্যের বিষয় হল এই সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বলা আছে যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব শিশুর দায়িত্ব নেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈতনিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলা এবং শিশুর মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনটা আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

১৯৯৭ সালে স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তী বর্ষে সংবিধানের ৮৩ তম সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি বিল প্রস্তত করা হয়। ওই বিলে ঘোষণা করা হয়, সংবিধানের ২১ ধারার সাথে ২১ ক ধারা যুক্ত করা হবে অর্থাৎ যেখানে জীবনের অধিকারের স্বীকৃতি আছে সেখানে যুক্ত করা হবে-৬-১৪ বছর বয়সী নাগরিকদের অবৈতনিক এবং আবশ্যকিয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র । এর

পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ২০০২ এর ডিসেম্বর মাসে বিলটি যখন অনুমোদিত হচ্ছে, তখন আর সেটা সংবিধানের ৮৩ তম নয়, ৮৬ তম সংশোধন, বিল পাশ হবার পরের ধাপ হল তাকে আইনে পরিণত করা। শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করার আইন। এক্ষেত্রেও খসড়া বিল প্রস্তুত করতে ছয় বছর সময় লেগে গেল। এরপর ২০০৮ ফেব্রুয়ারিতে লোকসভায় বিলটি পেশ করা হয়। 'রাইট টু এডুকেশন বিল' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার অনুমোদন পেল ওই বছর অক্টোবর মাসে। ২০০৯ সালে ২৭ শে আগস্ট RTEA ভারতবর্ষের সংসদে পেশ করা হয়। এরপর ২০১০ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞপ্ত জারি করা হয় এবং ২০১০ সালের ১-লা এপ্রিল এটি আইন (act) হিসাবে সারা ভারতে বলবৎ করা হয়। শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকরি করতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার , স্থানীয় প্রশাসন এবং পিতামাতার গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা আছে। শুধু তাই নয় শিক্ষক বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ইত্যাদির ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশুর অধিকার আইন সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতন হতে হবে। শিক্ষক যদি দায়িত্ব কর্তব্যকে অবহেলা করেন তাহলে আইন, আইনই থেকে যাবে। শিশু তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। শিশুকে তার মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে শিক্ষকের দায়িত্ব এককথায় অসীম ও অনবদ্য।

উদ্দেশ্য:

১।শিশুর অধিকার অর্জনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অবগত হওয়া।

২। শিক্ষার অধিকার আইনের ধারণা লাভ করা।

৩। শিক্ষার অধিকার আইনের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হওয়া।

৪। শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতা মাতা, শিক্ষক- শিক্ষিকাগণের দায়িত্ব অবগত হওয়া।

ব্যাখা: সকলের শিক্ষার অধিকার আছে। সেই অধিকার নারী-পুরুষ, ধনী- দরিদ্র ভেদে আলাদা আলাদা হয় না। কোন শিশুকে তার এই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কিন্তু বাস্তব সমাজে আমরা অন্যরকম ছবি দেখতে পাই। অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বই খাতার পরিবর্তে হাতে তুলে নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি। দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে বিকিয়ে যাচ্ছে তাদের শৈশব অর্থলোলুপ ধণিক শ্রেণির হাতে। এই ধনিক শ্রেণির স্বল্প মজুরীর বিনিময়ে শিশুদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কঠোর পরিশ্রম এবং অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে কাজ করার ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে এবং অনেকেও আবার মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে। এই শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে অনেকে সোচ্চার হয়েছেন। শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন প্রনয়ণ হয়েছে। অনেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিশুশ্রম বন্ধ করতে ও শিশুর অধিকার ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। শুধু তাই নয় শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৈলাস সত্যার্থী। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রায় ৮০০০০ শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করছেন এবং তাদের থাকা খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছেন।। সমগ্র বিশ্বে কৈলাশ সত্যার্থী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কৈলাশ সত্যার্থীর কর্মকাণ্ডের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং শিশুর মৌলিক অধিকার রক্ষা ও শিশুশিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ধরনের আইন প্রনয়ণও করেছে।

শিশুর অধিকারর অর্জনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: শিশুশ্রমের ইতিহাসি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন গ্রিসে শিশুদাসের অস্তিত্ব ছিল। তাদের নানা রকম বিপদজ্জনক ও শ্রম সাপেক্ষ কাজে নিযুক্ত করা হত। জাপানের ভূস্বামীরা গুন্ডাবাহিনী দিয়ে শহরাঞ্চল থেকে শিশু চুরি করে নিয়ে যেত এবং ওইসব শিশুদের দিয়ে অল্প মজুরিতে বা বিনামজুরিতে কৃষিকাজ করিয়ে নেওয়া হত। প্রাচীন ভারতেও শিশুশ্রমিক নিয়োগ করা হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-তে বলা আছে যে কোন অনাথ বা ব্রাত্য শিশুকে শ্রমসাপেক্ষে ও বিপদজ্জনক কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। শিশুশ্রমের অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের সময়। এই সময় ইউরোপে কারখানা বা ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা আগমণ হয়। ফলে কৃষি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের দল এবং ভেঙ্গে পড়া হস্তশিল্পের কর্মচ্যুত কারিগরেরা শহরাঞ্চলে কাজ পাবার আশায় ভিড় জমালেন। শ্রমিকরা প্রথমে পরিবারের মেয়েদের এবং পরে শিশুদের কাজে পাঠাতে বাধ্য হলেন। অর্থাৎ শিল্পবিপ্লব শিশুকে মজুরে পরিণত করল। উনিশ শতকীয় ইংলেন্ডের শিশু শ্রমিক কেবলমাত্র তাদের শিক্ষার অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়নি, জীবনের অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। শিশুশ্রম সংক্রান্ত সমস্যারর প্রেক্ষিতে ১৮৪৪ সালে প্রণীত আইনটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু ইংল্যান্ডের রেশম কারখানার মালিকের আইনটি মানতে সম্মত হয়নি। তাঁর স্পষ্ট হুমকি দিলেন যে, শিশু শ্রমিকের কাজের সময় হ্রাস করলে তাঁরা উৎপাদন বন্ধ করে দেবেন। আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠন বা International Labour Organisation (ILO) প্রস্তাবগুলিতে বার বার বলা হয়েছে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না ।

কিন্তু বিভিন্ন দেশে, বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে অসংখ্য শিশুকে কাজের বাজারের ঘূর্ণাবর্তে টেনে আনা হয়। বেশ কিছু শিশু দারিদ্র্যের শিকার হয়ে শৈশবেই লেখা পড়া ছেড়ে বাধ্য হয়।

সংবিধানের ২৪ নং ধারায় স্পষ্টই বলা আছে- "শিশুদের অবহেলা, নিষ্ঠুরতা ও শোষণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কারখানায়, খনিতে বা অন্যত্র কোন শ্রমসাপেক্ষ কাজে নিয়োগ করা হবে না।" সংবিধানের ৩৯(ই) ধারায় বলা আছে- "শিশুদের স্বাস্থ্য ও শক্তির অপব্যবহার যাতে না হয় রাষ্ট্র সে অনুযায়ী তার নীতি নির্ধারিত করবে।" সংবিধানের ৩৯(এক) ধারায় বলা হয়েছে- "শিশুদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য তাদের স্বাধীনতা ও মযার্দা সুরক্ষিত রাখার জন্য তাদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জ্ন্য এবং তারা যাতে নৈতিক ও জাগতিক ক্ষতির শিকার না হয়, তা সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।" এছাড়াও বিপজ্জনক কাজে যাতে শিশুদের নিযুক্ত করা না হয় সে বিষয়েও অন্তত ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ আইন আছে। কিন্তু এইসব সাংবিধানিক বিধিগুলি বাস্তবে প্রয়োগ হয় না বললেই চলে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারত সরাকার দুটি কমিশন নিয়োগ করেছিল। এই দুটি কমিশনই তাদের প্রতিবেদনে শিশুশ্রমের অস্তিত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার শিশুশ্রম সংক্রান্ত অনেকগুলি কমিশন বসায় ও কিছু গুরুত্বপুর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বেসরকারি স্তরেও শিশুশ্রম নিয়ে বেশ কিছু মানবাধিকার সংগঠন কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে । প্রতিটি প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষার অধিকার ও স্বাস্থ্যের অধিকার প্রত্যেকটি শিশুর জন্মগত অধিকার। শিশুদের শিক্ষার অধিকার থেকে ,বঞ্চিত করে তাদের শ্রমসাপেক্ষ ও বিপদজ্জনক কাজের দিকে ঠেলে দেওয়া মানবাধিকার ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। কারণ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বহু দেশের রাষ্ট্র নায়কের স্বীকার করেছিলেন-"সকলেরই সুস্বাস্থ্যের উপযোগী একটি জীবনযাত্রারর মান অর্জন করার অধিকার আছে। সকলেরই শিক্ষা অর্জনের অধিকার আছে। শিক্ষা অন্তত প্রাথমিক স্তরে অবৈতনিক হবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ।"

তবে বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে একথা স্পষ্ট যে শিশুদের অধিকার রক্ষা করা বর্তমান ব্যবস্থায় প্রায় অসম্ভব। মূলত বৈষম্যমূলক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে শিশুদের অবিরত অধিকার হরণের ঘটনা। কিন্তু আমরা যদি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি গভীরভাবে আলোচনা করি, তবে শিশুশ্রম ও মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটি বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। এই ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গিই একটি নতুন ও বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যে ব্যবস্থায় শিশুশ্রমের অস্তিত্ব থাকবে না ।

শিক্ষার অধিকার আইন ও শিশুশিক্ষা:

আমাদের দেশে শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশু শিক্ষা সংক্রন্ত আইনটি হল শিক্ষার অধিকার আইন।

ভারত সরকার শিক্ষার অধিকার বিলটি স্বাধীনতার ৬ যুগ পরে আনুমোদন করেছে যা ৬ থেকে ১৪ বছরের সব শিশুর জন্য আবশ্যক ও বিনামূল্যে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার করেছে। এই পদক্ষেপ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে জোরদার করেছে। বিলটির মূল ব্যবস্থার মধ্যে আছে। প্রারম্ভিক স্তরে পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থায় থাকা বাচ্চাদের জন্য বেসরকারি স্কুলে ২৫ শতাংশ সংরক্ষণ। সরকার তাদের জন্য স্কুলের খরচ প্রত্যর্পন করবে, ভর্তির জন্য কোনো চাঁদা বা ক্যাপিটেসন ফি দিতে হিবে না। বিলটি কোন শিশুকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া, বিতাড়ন, আটক রাখা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছে। ঠিকমত নথিভুক্ত না করে স্কুল চালনো শাস্তিযোগ্য হবে। বিষয়টি শিশুদের প্রতি একটি জরুরি অঙ্গীকার যে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হবে-বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন বিনামূল্যে আবশ্যিক ভাবে শিক্ষাদান কেন্দ্রীর ও রাজ্য সরকারের আইন গত কর্তব্য হবে।

শিক্ষার অধিকার আইন সম্পর্কিত মূল বক্তব্যগুলি হল—

- ৬ থেকে ১৪ বছরের প্রতিটি শিশুর বিনামূল্যে এবং আবশ্যিক ভাবে শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকার আছে। এটা বলা আছে সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনের ২১-এ আর্টিকল-এ। শিক্ষার অধিকার বিল এই সংশোধনকে কার্যকরি করার প্রচেষ্টা।
- সরকারি বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে সমস্ত শিশুকে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সবকিছু পরিচালনা করবে।
- গুণগত মানসহ শিক্ষার সমস্ত দিক দেখাশোনার জন্য মৌলিক শিক্ষা আয়োগ গঠিত হবে।

RTEA-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

❖ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাঃ এই আইন অনুযায়ী ৬-১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর শিক্ষা হবে অবৈতনিক। তাছাড় শিশুর বাসস্থান থেকে ১ কি.মি দূরত্বের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩ কি.মি. দূরত্বের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতে হবে।

- ❖ বাধ্যতামূলক শিক্ষাঃ এক্ষেত্রে সরকারের বাধ্যতামূলক কাজগুলি হবে
  ১. সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্তকরণে সুযোগ দিতে হবে।
  ২. বিদ্যালয় ছুট হওয়া সমস্ত শিশুকে চিহ্নিত করতে হবে।
  ৩. সমস্ত শিশু নিয়মিত বিদ্যালয় উপস্থিত হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা।
  ৪. সমস্ত শিশু প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা করল কিনা তা পর্যালোচনা করা।
  ৫. অভিভাবকরা যাতে তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার ব্যাপারে উৎসাহবোধ করেন সে ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
- ❖ বয়স অনুযায়ী শ্রেণি নির্বাচনঃ এই আইন শিশুদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণি নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে।
- ❖ শিক্ষকঃ
  ১. পার্শ্বশিক্ষকের ধারণা বাতিল করতে হবে।
  ২. প্রত্যেক শিক্ষককে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে নূন্যতম শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।
  ৩.শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলিতে শিক্ষকদের নূন্যতম যোগ্যতা থাকতে হবে।
- ❖ পাঠক্রম ও পাঠপুস্তক তৈরির সময় শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স ও শিক্ষণ স্তরের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- ❖ বিদ্যালয়ঃ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কর্ম দিবস হবে যথাক্রমে ২০০ দিন ও ২২০ দিন এবং যথাক্রমে ৪ ও ৫ ঘন্টা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ হলে ভালো। প্রতিটি বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী, রান্নাঘর খেলার মাঠ ও সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল থাকবে এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগার ও পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা থাকবে।
- ❖ মূল্যায়ন ব্যবস্থাঃ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সারা বছর ঘরে চলবে ও পাশ ফেল প্রথা ও থাকবে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য **pupil cumulative Record** থাকবে। এবং বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করেছে কিনা তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।
- ❖ বেসরকারী বিদ্যালয় গুলিতে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে।
- ❖ **RTEA** ঠিকমত রূপায়িতপ হচ্ছে কি না তা কেন্দ্রীয় ভাবে তদারকি করবে **NCPCR (National commission for protection of child Rights** এবং রাজ্যস্তরে **SCPER** (**State** Commission for Protection of child Rights).

শিশুশিক্ষা ও শিশুর অধিকার বিভিন্ন কর্মসূচি: ভারতের সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা যৌথ তালিকার অন্তর্গত। বিধানসভাহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বিধানসভা আছে এমন অঞ্চলের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝায় পৌরসভা জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত অথবা যেকোন কর্তৃপক্ষকে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব: শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বগুলি হল-

১) কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে অনুদান দেবে। শিক্ষাখাতে রাজ্যগুলির কত পরিমাণ অর্থ দরকার তা কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। প্রয়োজন হলে অর্থ কমিশনকে অনুরোধ করে রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাখাতে এককালীন ব্যয় এবং পৌনিপুনিক ব্যয় এর পরিকল্পনা রচনা করতে উদ্যেগী হবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির সঙ্গে তহবিল ভভাগাভাগির ক্ষেত্রে সঠিক রূপরেখা তৈরির চেষ্টা করবে।

২) কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করতে উদ্যেগী হবে। সারাদেশে বাস্তব সম্মত নিয়মাবলি জারী করবে এবং সর্বশিক্ষা অভিযান এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে কাজ করবে।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটি জাতীয় পাঠক্রম তৈরির চেষ্টা করবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে উদ্যেগী হবে।

রাজ্য সরকারের দায়িত্ব:

১. রাজ্য সরকার শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য State commission for protection of Child Right তৈরি করবে। রাজ্য সরকার National council for teacher education-এর নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

২.শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য ছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এছাড়া বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের উপযুক্ত জায়গায় প্রেরণ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার জাতীয় স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পাঠ্যক্রম তৈরি এবং শিক্ষকদের জন্য বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা করবে। সারা রাজ্যে পঠন-পাঠনের মান বজায় রাখবে এবং বার্ষিক সময়সূচি তৈরি করবে।

৩.শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার যৌথ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারেরও। রাজ্য সরকার প্রতিবন্ধী শিশু ও দুর্বলতর অংশের শিশুদের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করবে।

৪.রাজ্য সরকার বিদ্যালয় পরিচালনার সুবিধার জন্য Managing Committee তৈরি করবে ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারির ব্যবস্থা করবে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবেন যাতে দুর্বল শ্রেণি ও বঞ্চিত অংশের শিশুরা কোন কারণে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে বাধা না পায় এবং এই ধরণের শিশুদের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষে নিজের এলাকার প্রতিটি শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষান্তরে ভর্তি, উপস্থিতি ও পাঠ সম্পুর্ণ করা নিশ্চিত করবেন এবং দেখভালের ব্যবস্থা করবেন। পরিযায়ী পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি সুনিশ্চিত করবেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজের এলাকার চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য নথি সংরক্ষণ করবেন। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, যেমন -বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষক ও শিখন উপকরণের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া বিদ্যালয় গুলিও কাজকর্মের নজরদারি করা, পঠন-পাঠনের বার্ষিক সময়সূচি স্থির করা ইত্যাদি দায়িত্বগুলি নিয়ে থাকেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

পিতামাতার দায়িত্ব: শিক্ষাক্ষেত্রে পিতামাতার দায়িত্ব সম্পর্কে সংবিধানে নিম্নরূপ ভাবে বলা হয়েছে-

১. ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ৫১ (এ) -তে বলা হয়েছে প্রত্যেক পিতামাতার মৌলিক কর্তব্য হল তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানো।

২.সংবিধানের ১০নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিটি বাবা -মা অথবা অভিভাবকদের দায়িত্ব হল নিকটবর্তী বিদ্যালয় শিশুকে ভর্তি করা এবং তার জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

বিদ্যালয়ের দায়িত্ব: সংবিধানের যেসব ধারায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হল—

১. সংবিধানের ১২ নং ধারায় বলা হয়েছে- বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এমন সকল শিক্ষার্থীর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বিদ্যালয়ে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক হবে।

২. সংবিধানের ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে- কোন বিদ্যালয় বা ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য কোন প্রকার ক্যাপিটেশন ফি চাইতে পারবে না। কোন বিদ্যালয় বা ব্যক্তি যদি ক্যাপিটেশন ফি আদায় করে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় বা ব্যক্তিকে ক্যাপিটেশন ফি ক্যাপিটেশন ফি-র দশগুণ অর্থ জরিমানা দিতে বাধ্য করা হবে।

৩. সংবিধানের ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে- প্রারম্ভিক শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে শিশুর বয়স নির্ধারণের জন্য জন্ম শংসাপত্র লাগবে। কোন শিশুর কাছে যদি জন্ম শংসাপত্র না থাকে তাহলে তার ভর্তি আটকানো যাবে না।

৪. সংবিধানের ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে-প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ না হলে কোন শিশুকে ফেল করতে বা বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করতে পারবে না।

৫. সংবিধানের ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে-বিদ্যালয় কোন শিশুকে শারীরিক শাস্তি না মানসিক ভাবে বিব্রত করতে পারবে না।

শিক্ষক গণের দায়িত্ব: RTEA কে বাস্তবে রূপদান করতে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার,স্থানীয় প্রশাসন ও পিতামাতার দায়িত্ব আছে তেমনি শিক্ষকদেরও দায়িত্ব আছে। সংবিধানের যেসব ধারায় শিক্ষকগণের দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল—

- সংবিধানের ২৩ নং ধারায় বলা হয়েছে-শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদিত সংস্থা যে সব নূন্যতম যোগ্যতার কথা বলেছে, কোন ব্যক্তির সেইসব যোগ্যতা থাকলে তিনি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- সংবিধানের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে-২৩ নং ধারা অনুযায়ী নিয়োজিত একজন শিক্ষকের নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি থাকবে-
  ১. বিদ্যালয়ে নিয়মমত ও সময় মত উপস্থিত থাকতে হবে।
  ২. সময়মত নির্দিষ্ট পাঠক্রমে পড়ানো শেষ করতে হবে।
  ৩. ছাত্র-ছাত্রীর শিখন ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে।
  ৪. ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিত, শিক্ষার উন্নতি এবং নন্যান্য বিষয়ে তাদের পিতামাতা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করতে হবে।
  ৫. প্রস্তাবিত অন্যান্য কাজগুলি সম্পন্ন করতে হবে।
- সংবিধানের ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে-প্রতিটি বিদ্যালয়ে তপসিলি বর্ণিত ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত যেন বজায় থাকে।
- সংবিধানের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে-রাজ্য সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্থাপিত না নিয়ন্ত্রিত বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য দ্বারা পরিচালিত এমন কোন বিদ্যালয়ে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় মোট অনুমোদিত শিক্ষক সংখ্যার দশ শতাংশের অধিক শূন্যপদ রাখবেন না।
- সংবিধানের ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে-কোন শিক্ষক কে শিক্ষাদান ছাড়া অন্য কোন কাজকর্মে নিয়োগ করা যাবে না। তবেসরকারি জনগননা, নির্বাচনের কাজ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ত্রাণের কাজে শিক্ষকদের নিয়োগ করা যাবে।
- সংবিধানের ২৮ নং (৯) ধারায় বলা হয়েছে-কোন শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন না।

উপসংহার: শিশুর মৌলিক অধিকার রক্ষায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না। সেই আইনকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে। এর জন্য সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতার প্রয়োজন। কারণ এর আগেও শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে এবং শিশুর অধিকার রখায় আনা আইন প্রণয়ন হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই আইনের আড়ালে এক শ্রেণির মানুষ শিশুদের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে স্বল্প অর্থের বিনিময়ে। তাই শিশুর অধিকার রক্ষায় ও শিশু শিক্ষার জন্য একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সাম্যতা ভীষণভাবে প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনই প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের জন্য নৈতিক শিক্ষা। যাতে কোন শ্রেণির মানুষ শিশুশ্রমিক নিয়োগ করতে না পারে। শিশুরা যেন সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষার পরিবেশ পায়। শিশুরা সঠিক শিক্ষা পেলে তারাই ভবিষ্যতে দেশের হাল ধরতে পারবে। শিশুদের অবস্থার উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। শিশুর অধিকার রক্ষায় শিক্ষার অধিকার আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আইন ৬-১৪ বছরে শিশুর শিক্ষা হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে দারিদ্রপীড়িত পরিবারের সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনরকম অর্থ ব্যয় হচ্ছে না। আবার পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হওয়ায় পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং বিদ্যালয় পাঠানোর জন্য উৎসাহ বোধ করেছে। এই সামগ্রীক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিক্ষার অধিকার আইন শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আইন যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থপঞ্জী:

বাংলা:

1. ঘোষ, রণজিৎ। (২০০৭)। আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ। সোমা, কলকাতা।
2. চট্টোপাধ্যায়, সরোজ।(২০১০)। ভারতীয় শিক্ষার বিকাশ ও সমস্যা। নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।
3. ভক্তা, ভক্তিভূষণ।(২০০৮)। ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা। অ আ ক খ । কলকাতা ।
4. মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক(ড.) দুলাল, এবং হালদার, তারিণী ও চন্দ, বিনায়ক। (২০১৬)। সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা। আহেলি। কলকাতা।
5. হালদার, গৌরদাস। (২০১০-১১)। শিক্ষন প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস(আধুনিক যুগ)। ব্যানার্জী। কলকাতা।
6. ধনধান্যে (যোজনা-বাংলা)। (২০০৭) শিক্ষা ও সংস্কার। কলকাতা।

ইংরেজি:

7. The Gazette of India, extraordinary, ministry of Law & justice (Legislative Dept.) New Delhi, 27.8.2009. The Right of children to free & compulsory Education Act, 2009 No 35 of 2009.
8. Aggarwal, J.C, (2009) Recent Developments and trends in Education. Shipra. Kolkata.
9. Sharma, R.N & Sharma R.K.(2004) . History of Education in India. Atlantic Delhi.